ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৭৭ ● কলকাতা ● ০৫ চৈত্র, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১৯ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কার প্রেমে মরিয়া ছিলেন ঐশ্বরিয়া? পৃঃ ৫

সিরাজের জীবনের অজানা গল্প পৃঃ ৬

বিশ্ব মাতা মন্দিরে পূজা দিলেন সিকিমের রাজ্যপাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিকিম থেকে কলকাতায় শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর আরাধ্যদেবী শ্রীশ্রী বিশ্বমাতা দক্ষিণ কালীকে পূজা দিতে বিশ্বমাতা মন্দিরের উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যপাল লক্ষণপ্রসাদ আচার্য এবং তাঁর স্ত্রী কুমুদদেবী । রাজ্যপাল এদিন শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী নিজের হাতে তৈরি তৈলঙ্গস্বামী-র আবক্ষ মূর্তির উদ্বোধন করেন । রাজ্যপালের হাতে শ্রীসমীরেশ্বর নিজের হাতে আঁকা রাজ্যপালের তৈলচিত্র উপহার দেন।

গার্ডেনরিচে মৃতের পরিবার পিছু ৫ লাখ টাকা, আহতদের..', ঘোষণা ফিরহাদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গার্ডেনরিচে ঝুপড়ির ওপর ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ বহুতলের একাংশ । মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। আহত

এরপর ৩ পাতায়

মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই গার্ডেনরিচে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাঝরাতে গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সোশাল মিডিয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সোমবার সকালে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে নিজেই চলে গেলেন দুর্ঘটনাস্থলে। সকাল ৯টার একটু পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে যান গার্ডেনরিচের ফতেপুর ব্যানার্জি বাগান লেনের ওই এলাকায়।

গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই পৌঁছে যান দুর্ঘটনাস্থলে। দিন কয়েক আগেই বাড়িতে পড়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।গাড়ি থেকে নেমে হেঁটেই এলাকা পরিদর্শন করেন। আজই তাঁর কপালের সেলাই কাটার কথা। কিন্তু তার আগে অসুস্থ শরীর নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী নেমে পড়লেন প্রশাসনিক কাজে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে চলে গেলেন নিজেই। সঙ্গে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু ও দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ওই বহুতল বেআইনি ছিল বলেই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "বিল্ডিংয়ের নীচে যাঁদের ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের নতুন করে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে। এই

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজি বিবেক সহায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজি হলেন বিবেক সহায়। এ দিনই রাজীব কুমারকে ডিজি পদ থেকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। তার পরই বিবেক সহায়ের নাম নতুন ডিজি হিসেবে প্রস্তাব করে নির্বাচন কমিশনে পাঠায় রাজ্য প্রশাসন। সেই নামে ইতিমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজীব কুমারকে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজেই যুক্ত রাখা যাবে না বলেই নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। রাজীব কুমারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। ফলে ভোট ঘোষণা হওয়ার পরেই কমিশনের তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে বিরোধীরা স্বাগত জানালেও এর পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে বলেই অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ও কম্যান্ড্যান্ট জেনারেল (হোমগার্ডস)-এর দায়িত্বে ছিলেন ১৯৮৮ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসার। রাজীব কুমারের পর অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে যে অফিসারদের নাম উঠে আসছিল, তাঁদের মধ্যে অবশ্য বিবেক সহায়ের নাম ছিল না। নির্বাচন কমিশনের কড়া পদক্ষেপের পর রাজীব কুমারকে তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের সচিব পদেই ফেরত পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার।

গত ডিসেম্বর মাসেই রাজীব কুমারকে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে বসিয়েছিল নবান্ন। তার আগেও তিনি তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের সচিব পদেই কর্মরত ছিলেন। কিন্তু ভোট ঘোষণা হওয়ার দু দিনের মধ্যে আজ রাজীব কুমারকে ডিজি পদ থেকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন।

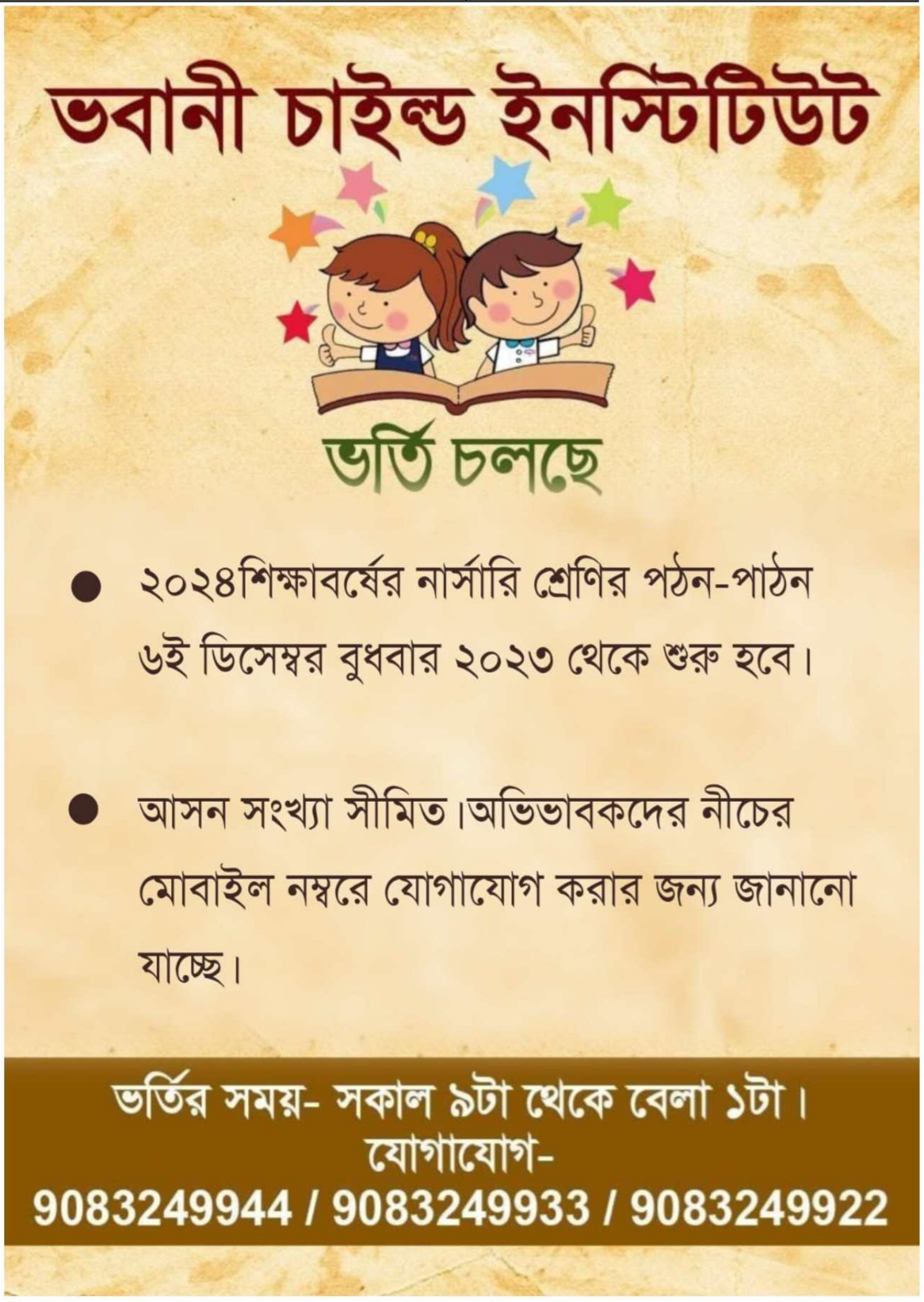

।। শ্রীরামপুর থানার পাশে স্থাপিত শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দিরে, ২০২৪ খ্রি: শীতলা মায়ের (ছোট মা) নবমীর দর্শন ।। প্রতিমা শিল্পী - স্বামী পরমানন্দ গিরি জী মহারাজ

শাহজাহান তো চুনোপুটি!

এবার ভাই আলমগীরের বিরাট কীর্তি ফাঁস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তদন্ত যত এগোচ্ছে সন্দেশখালি কাণ্ডে পেঁয়াজের খোসার মতো বিস্ফোরক সব তথ্য সামনে আসছে। গত ৫ জানুয়ারি ইডির ওপর হামলার ঘটনায় আগেই গ্রেফতার হয়েছে শাহজাহান শেখ । সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছে শাহজাহানের ভাই আলমগীরেরও। আর দাদা-ভাইয়ের এই জুটির বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ।এভাবে তোলাবাজি করে মাস গেলে লক্ষাধিক টাকা আয় করতেন শাহজাহানের ভাই। ধামাখালি বাসে পিনকিকের জন্য কেউ বাস, লরি কিংবা গাড়ি রাখলেও কয়েক হাজার টাকা নিতেন আলমগীররা। এমনকি কেউ যদি ভেসেল অথবা বোট বুক করে সুন্দরবন এবং ইছামতীতে ঘুরতে যান তাহলেও টাকা দিতে হতো। তোলাবাজির এই টাকা দিয়েই সন্দেশখালিতে বিঘা-বিঘা জমি কেনেন তাঁরা। অনেক সময় জমি কেনার পর নামমাত্র টাকা ঠেকিয়ে দিতেন আলমগীররা। এভাবেই সন্দেশখালির বুকে একাধিক হোটেল, গেস্ট হাউসের মালিক হয়ে ওঠেন তাঁরা।সূত্রের খবর, তোলাবাজি থেকে অত্যাচার, শাহজাহান এবং আলমগীরের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই! জানা যাচ্ছে, শুধুমাত্র তোলাবাজি থেকে মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করতেন আলমগীর! সেই টাকা দিয়ে সন্দেশখালি এলাকায় প্রায় ১০০ বিঘা জমি কিনেছিলেন তিনি! সেই সঙ্গেই নানান ব্যবসাতেও খাটছে তাঁর টাকা! সিবিআই তদন্তে এমনই তথ্য উঠে এসেছে বলে খবর। এই বিপুল পরিমাণ নগদের উৎস কী? তা এবার খতিয়ে দেখবে ইডি ।

ইতিমধ্যেই এই সকল জমির কাগজপত্র তদন্তকারীদের হাতে এসেছে বলে খবর। সেই সঙ্গেই শাহজাহান এবং তাঁর ভাইয়ের কললিস্ট ঘেঁটে জানা গিয়েছে বসিরহাট জেলা পুলিশের একাধিক আধিকারিকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা হতো তাঁদের। জানা যাচ্ছে, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, ন্যাজাট থাকার একাধিক অফিসারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন দুই ভাই। পুলিশ কর্মীদের একটি বৃহত অংশ তাঁদের আজ্ঞা পালন করতেন বলে খবর। সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত আলমগীর , সিরাজুল এবং মাফুজাকে বসিরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ৫ দিনের সিবিআই হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তদন্তের পর সিবিআই জানতে পেরেছে, এলাকায় রীতিমতো দাপটের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন শাহজাহান এবং আলমগীর। অটো, বাস থেকে শুরু করে লরি, এলাকায় যে কোনও যানবাহন চলাচলের জন্য তাঁদের 'ট্যাক্স' দিতে হতো। অটোর ক্ষেত্রে সেই অঙ্কটা ছিল মাসিক ৪০০০-৫০০০ টাকা। অপরদিকে বাস কিংবা লরি হলে মাস গেলে গুনতে হতো ১২০০০-১৫০০০ টাকা। আলমগীরের 'খাস' মিজানের কাছে এই টাকা জমা করা হতো বলে খবর।

এখানেই শেষ নয়, জানা যাচ্ছে, ৫ জানুয়ারি ইডি পেটানোর ঘটনায় পুলিশের হাতে ধৃত ৭ জন ব্যক্তি হয়তো নিরপরাধ! তাঁদের জেরা করে এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সিবিআইয়ের হাতে এমন তথ্যই উঠে এসেছে বলে খবর। তাহলে কি পুলিশের এই গ্রেফতারির পিছনে রয়েছে অন্য গল্প? উত্তর খুঁজতে সন্দেশখালি, মিনাখাঁ থানার তদন্তকারী অফিসারদের ডেকে পাঠানোর তোরজোড় শুরু হয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যেই সন্দেশখালি কাণ্ডে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে সিবিআইয়ের হাতে। এবার তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের ডাকা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

'শুভেন্দু মারলে বাঁচতো না', মমতাকে নিয়ে

শিশিরের মন্তব্যে কমিশনে তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিনি দীর্ঘদিনের তৃণমূল সাংসদ। দলের হাত ধরে হয়েছিলেন কেন্দ্রের মন্ত্রীও। খাতায়কলমে তিনি এখনও সেই তৃণমূলেরই সাংসদ। অথচ তৃণমূল সুপ্রিমোকে নিয়ে তিনি প্রকাশ্যেই কুরুচিকর মন্তব্য করতে বিন্দুমাত্র পিছুপা হচ্ছেন না। এবার তাঁর করা সেই কুরুচিকর মন্তব্যকেই পাল্টা আক্রমণ করার পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।তৃণমূলের পক্ষ থেকেই শিশিরের মন্তব্যের পাল্টা পোস্ট এদিন করা হয়েছে ট্যুইটারে। সেখানে বলা হয়েছে, 'সাংসদ শিশির অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহাস করে তাঁর ছেলের পথ অনুসরণ করেছেন। অদ্ভুত গর্বের সঙ্গে তিনি পরামর্শ দিলেন যে যদি তার ছেলে শুভেন্দু অধিকারী এবং তার সহযোগীরা তাঁকে আক্রমণ করত, তাহলে সে বাঁচতে পারত না। অহংকার ও নিষ্ঠুরতার এই ঘৃণ্য প্রদর্শন অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিফলন ঘটায়। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। এই ধরনের ভয় দেখানোর কাজগুলি নির্বাচন কমিশনের নজরে পড়া উচিত। এই ধরনের আচরণের নিন্দা করার জন্য তাঁদের দ্রুত এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য।'নজরে কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোট নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে এখন চতুর্দিক থেকেই তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার ঝড়ের সন্মুখীন হয়েছেন তিনি। তাঁর সেই কুরুচিকর এবং বিতর্কিত মন্তব্য থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে পদ্মশিবির অর্থাত বিজেপিও। কেননা যে কথা শিশির বলেছেন তা কার্যত প্রাণে মারার হুমকি। সূত্রের খবর, শিশিরের মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলের তরফে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলাও হচ্ছে। প্রয়োজনে শিশিরের বিরুদ্ধে এফআই আর বা আদালতে মামলা দায়ের করার কথাও ভাবছে তৃণমূল।শিশিরের ছোট ছেলে সৌমেন্দু অধিকারীকে বিজেপি ২৪'র ভোটে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থেকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। কার্যত শিশিরের আসনেই প্রার্থী করা হয়েছে সৌমেন্দুকে। সেই সৌমেন্দুর হয়ে প্রচারে গতকাল রামনগরে বিজেপির একটি সভায় যোগ দেন

এরপর ৩ পাতায়

এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বেআইনি

নির্মাণের প্রবণতা বেড়েছে, অভিযোগ বিধানসভা অধ্যক্ষের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা বেড়েছে । এটা বাঞ্ছনীয় নয় । পুরসভা সর্তক রয়েছে । সব জায়গায় পুরসভা কতটা নজর দিতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে । আইন আছে । সেটা প্রয়োগ হলে লাগাম টানা সম্ভব । আইন তো আর আলাদা করে টানা যায় না। সোমবার সন্ধ্যায় এসএসকেএম হাসপাতালে গার্ডেনরিচের আহতদের দেখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "এমন দুর্ঘটনায় আমরা মর্মাহত। দু'জন মারা গিয়েছেন। পাঁচ-ছ'জন এখনও আটকে। এক জনের পা আটকে। তবে তিনি বেঁচে আছেন। উদ্ধারকারীদের ভিতরে ঢুকতে সময় লেগেছে। এখন সকলে ঢুকে গেছেন। শোকস্তব্ধ পরিবারের কাছে আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। যাঁরা বেআইনি কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ কড়া হবে। পরিবারের পাশে সরকার দাঁড়াবে। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, তৈরি করে দিতে বলব।'এদিকে গার্ডেনরিচে মৃত্যু সংখ্যা সন্ধ্যা পর্যন্ত বেড়ে হয় ৭।

এদিকে, মঙ্গলবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ঘুরে দেখেন গোটা এলাকা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সুজিত বসু, ফিরহাদ হাকিম, মালা রায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে এদিন শোনা যায় বেআইনি নির্মাণের কথা। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পেয়ে, তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এরপর সংকীর্ণ রাস্তা দিয়েই তিনি চলে যান হাসপাতালে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মমতা বলেন, "এটা খুব ঘিঞ্জি এলাকা। মন্ত্রীরা সারা রাত এখানে ছিলেন। প্রোমোটারদের একাংশ বেআইনি ভাবে বাড়ি তৈরি করেন। তাদের আগে ভাবা দরকার, আশপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের যাতে ক্ষতি না হয়। আমি শুনলাম, প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে এই বহুতলটি তৈরি করা হয়নি। এখন রমজান মাস চলছে। সকলে উপোস করে থাকেন। তা-ও সারা রাত এলাকার মানুষ উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর, দমকল, পুলিশ, কাউন্সিলর সারা রাত ধরে কাজ করেছেন।"

ফের রুশ মসনদে পুতিন, 'বন্ধু'কে শুভেচ্ছা মোদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেকর্ড ভোট পেয়ে ফের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী ছয় বছরের জন্য ক্ষমতার রাশ রয়েছে তাঁর হাতেই। ফের একবার রাষ্ট্রনেতার আসনে বসার জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামিদিনে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক আরও মজবুত করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। ১৯৯৯ সাল থেকে রাশিয়ার

এরপর ৩ পাতায়

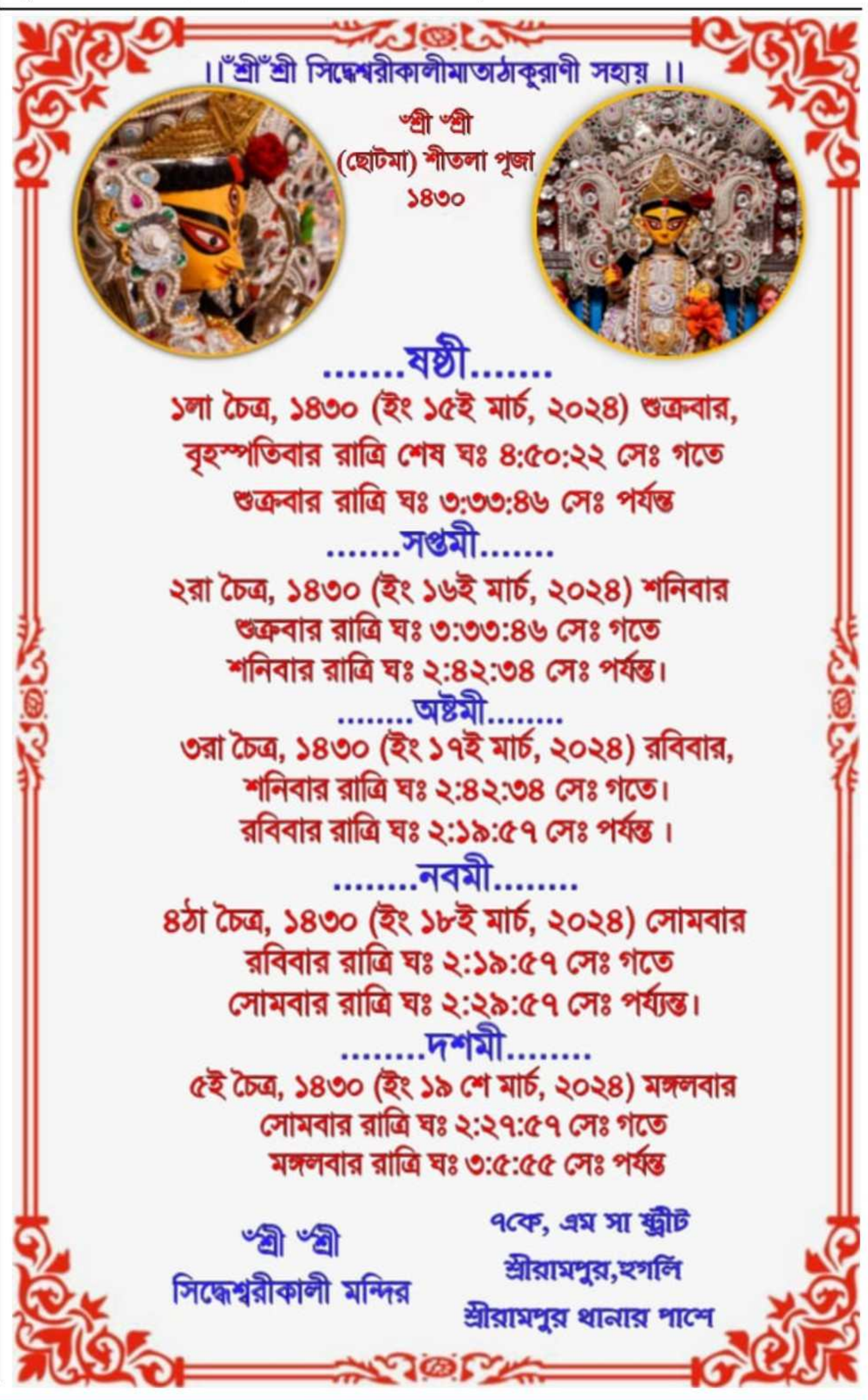

১-ম পাতার পর

মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই গার্ডেনরিচে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ

নির্মাণ কীভাবে হচ্ছিল, কোনও আইনি বৈধতা হয়েছিল কিনা, সে ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দেখা হবে।"এর পর এই এলাকা থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সোজা পৌঁছে যান নিকটবর্তী নার্সিংহোমে। এখানে চিকিৎসাধীন ৭ জন। তাঁদের দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারের সদস্যদেরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, "আমি দেখে গেলাম। যাঁরা ভর্তি আছে, তাঁদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল। আমি স্বাস্থ্য সচিবকে বলেছি, এদিকটা বিশেষ খেয়াল রাখতে। এছাড়া আমাদের প্রশাসনিক কর্তা, জনপ্রতিনিধিরা আছেন। তাঁরা সকলে নজর রাখছেন।"

১-ম পাতার পর

গার্ডেনরিচে মৃতের পরিবার পিছু ৫ লাখ টাকা, আহতদের..', ঘোষণা ফিরহাদের

বহু। এখনও আটকে একাধিক জন। যুদ্ধকালীন ততপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা দল, এনডিআরএফ। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছলেন ফিরহাদ হাকিম এবং দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, ৫ তলার নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে পড়েছে। কয়েক মাস ধরে অবৈধভাবে বহুতলটি নির্মাণ করা হচ্ছিল বলে, অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বহুতলটি বানানো হচ্ছিল বলেও অভিযোগ। গার্ডেনরিচে বহুতল বিপর্যয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে ট্যুইটে খোঁচা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এলাকার বাসিন্দাদের মুখে শোনা গিয়েছে 'পুকুর বুজিয়ে বহুতল তোলা'-র কথা। 'অবৈধ নির্মাণ' বলে মুখ খুললেন মেয়র। কাদের দিকে অভিযোগের আঙুল ফিরহাদের ? 'বেআইনি ভাবেই নির্মাণ করা হচ্ছিল বহুতলটি', স্বীকার করে নেন খোদ মেয়র, কিন্তু দোষ চাপালেন বাম আমলের উপর।ফিরহাদ বলেন , 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যারা মারা গিয়েছে তাঁদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা, আহতদের পরিবার পিছু ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।' রবিবার রাত ১২টা নাগাদ, কলকাতা পুরসভার ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফতেপুরে ভেঙে পড়ে গার্ডেনরিচের নির্মীয়মান বহুতলটি। আজহার মোল্লা বাগান এলাকায় একাধিক ঝুপড়ি ছিল। সেই ঝুপড়ির উপর ভেঙে পড়ে বহুতলটি। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েন বেশ কয়েকজন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। ঘটনাস্থলে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আর কেউ চাপা পড়ে আছেন কিনা, খোঁজ চালাচ্ছেন পুলিশ, দমকল কর্মী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। ইতিমধেয়ই এই ঘটনায় ট্যুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়।

২ পাতার পর

'শুভেন্দু মারলে বাঁচতো না', মমতাকে নিয়ে শিশিরের মন্তব্যে কমিশনে তৃণমূল

শিশির। সেখানেই তিনি বলেন, 'ভোট এলেই অঙ্গে আঘাত হয়। বিধানসভা ভোটের আগে বললেন নন্দীগ্রামের বিরুলিয়াতে পায়ে মেরে দিল শুভেন্দু। শুভেন্দু মারলে বাঁচতো না। শুভেন্দু মারলে বাঁচবে না কেউ। সেটা আমরা চোখে দেখেছি নন্দীগ্রামে।' শিশিরের এই মন্তব্য এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পাশাপাশি তীব্র নিন্দার ঝড় তুলেছে। বর্ষীয়ান সাংসদের এহেন মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতায় সরব হয়েছে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে ঘাসফুল শিবিরের তরফে।

দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন বিদেশ সচিব, 'চোখ রাঙিয়ে' সাগরে মিসাইল ছুঁড়ল কিমের দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একদিকে চলছে রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধ। অন্যদিকে হামাস জঙ্গিদের নিধনে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েল। চুপ বসে উত্তর কোরিয়াও। ক্রমাগত শক্তিপ্রদর্শন করে যাচ্ছেন সেদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিম জন উন। সদ্যই যৌথ সামরিক মহড়া শেষ করেছে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া।প্রতিপক্ষ যদি পরমাণু অস্ত্রের আস্ফালন করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে তাহলে আক্রমণ শানাতে পিছপা হবে না পিয়ংইয়ং। আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগ বাড়িয়ে গত বছর রেকর্ড হারে অস্ত্রের পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অস্ত্রশস্ত্র ও মিসাইল তৈরি হচ্ছে উত্তর কোরিয়ায়। গোটা পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন সর্বাধিনায়ক কিম। নিজেই ঘুরে দেখছেন বিভিন্ন অস্ত্র তৈরির কারখানা। নির্দেশ দিয়েছেন, যে কোনও পরিস্থিতিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কৌশলগত দিক থেকে ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকাই এখন উত্তর কোরিয়ার লক্ষ্য।যা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি পিয়ংইয়ং। যার জবাবে ফের একবার সাগরে ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়ল কিমের দেশ। গত সপ্তাহেই একটি বড় যৌথ সামরিক মহড়া সম্পূর্ণ করেছে ওয়াশিংটন ও সিউল। যাতে বেজায় চটেছেন কিম। 'শত্রুপক্ষ'কে কড়া জবাব দিতে সোমবার জাপান সাগরে ব্যালিস্টিক মিসাইল নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া। চলতি বছরে এটি দ্বিতীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা পিয়ংইয়ংয়ের। এই বিষয়টি নিশ্চিত করে জাপানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সাগরে একটি মিসাইল ছোড়া হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে ডেমোক্রেসি সামিট। যেখানে যোগ দিতে সিউলে গিয়েছেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সেদেশের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। এই বিষয়টি মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না কিম। কোরীয় উপদ্বীপে ক্রমশ ঘনাচ্ছে যুদ্ধের মেঘ।

উল্লেখ্য, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ও মিসাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সামরিক মহড়া করেছিল আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া। ১১ দিনের ওই মহড়া শেষ হয় গত ১৪ মার্চ। দুদেশের এই যৌথ মহড়া নিয়ে আগেই হুমকি দিয়েছিলেন কিম। সিউলে আঘাত হানার মতো সমস্ত রকম প্রস্তুতি রয়েছে বলে হুমকি দিয়েছিল উত্তর কোরিয়া। বলে রাখা ভালো, গত বছরের ডিসেম্বরে শত্রু দেশে পরমাণু হামলার হুমকি দিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম।

দিল্লি সিউড়ি সমাজের হোলি সভা অনুষ্ঠান শেষ হল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : রাজধানীতে দিল্লি সুরি সমাজের হোলি সভা অনুষ্ঠান গতকাল মীরা প্রকাশ সুরী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সদস্যরা আবির-গুলাল দিয়ে একে অপরকে অভিনন্দন জানান। নারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট মিসেস নীলম কুমারী ও রেনু। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়। ফুলের হোলির পাশাপাশি নারীরা হোলির গানে অনেক মজার সৃষ্টি করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট রঞ্জন কুমার। এ সময় তিনি সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। তিনি বলেছিলেন যে আইএএস এবং ইউপিএসসি-র জন্য প্রস্তুত ছাত্রদের সিউড়ি ভবনের ব্যবহার প্রদান করা হবে, যাতে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী সমাজের লোকজন মেনে নিয়েছিলেন যে, আমাদের মধ্যে আমলাদের সহযোগিতা সমাজের মানুষ পায় না, যেখানে অন্য সমাজের মানুষের এমন বিশ্বাস নেই। বিয়ের ব্যাপারে, একটি প্রস্তাব করা হয়েছিল যে সঠিক বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে নিশ্চিত করার জন্য, সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই বছরের ১৬ জুন সমাজের তরুণীদের একটি পরিচিতি সম্মেলন আয়োজন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক অরুণ কেশরী আর নেই

গাজিয়াবাদ, ১৮ মার্চ, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : নিউজ এজেন্সি ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়ার হিন্দি পরিষেবা ইউনিভারতার প্রাক্তন সম্পাদক অরুণ কেশরি গত সন্ধ্যায় এখানে মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। হিন্দন শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বিকেল. .পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মিঃ কেশরী সন্ধ্যা ৮.৩০ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি তার স্ত্রী, দুই ছেলে এবং এক মেয়েকে রেখে গেছেন। অনেক সেলিব্রিটি এবং সাংবাদিক ইউনিয়ন মিঃ কেসারীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এলএস

২ পাতার পর

ফের রুশ মসনদে পুতিন, 'বন্ধু'কে শুভেচ্ছা মোদির

মসনদে রয়েছেন পুতিন। নির্বাচনের আগেই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত ছিলেন, এবারও জিতবেন তিনি। বিপুল ভোটে এইবারের নির্বাচন জিতে ২০৩০ পর্যন্ত ক্ষমতায় রইলেন পুতিন। এই মেয়াদ যদি শেষ করতে পারেন তাহলে রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রেসিডেন্ট থাকার নজির গড়বেন তিনি। টপকে যাবেন জোসেফ স্ট্যালিনকেও। উল্লেখ্য, অতীতে বহুবার 'বন্ধু' মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন পুতিন। আসন্ন লোকসভা ভোটে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাফল্যও কামনা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের রাশিয়া সফরে বড় ঘোষণা করেছিল মস্কো। রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ জানিয়েছিলেন, এবার 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের অন্তর্গত ভারতে অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করবে রাশিয়া। এই পদক্ষেপের দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে।

সোমবার ফলাফল ঘোষণা হয় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ৮৭.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ফের রাষ্ট্রপ্রধানের কুর্সি দখল করেছেন পুতিন। এদিন 'বন্ধু'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছেন, 'ফের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য ভ্লাদিমির পুতিনকে অনেক অভিনন্দন। ভবিষ্যতে আমরা একযোগে আরও কাজ করব। ভারত ও রাশিয়ার বন্ধুত্ব এবং কৌশলগত সহযোগিতা সময় পরীক্ষিত। আগামিদিনে দুদেশের মধ্যে এই সম্পর্ক নতুন মাত্রা লাভ করবে।'

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৭৭ সংখ্যা ১৯ মার্চ, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৫ চৈত্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বস্তিতে ৫ তলা নির্মাণাধীন ভবন ধসে মৃত ৫, গ্রেফতার ১ প্রোমোটার

রবিবার রাত ১২টা নাগাদ কলকাতা পুরসভার ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফতেপুরে নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে পড়ে। আজহার মোল্লা বাগান এলাকার একাধিক ঝুপড়ি বাড়ির উপর এই দুর্ঘটনা ঘটে। মধ্যরাতে একটি নির্মাণাধীন পাঁচতলা ভবন ধসে পড়ে। ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়ে ৫জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ১০ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার মাঝরাত ১২.১০ নাগাদ কলকাতার গার্ডেন রিচ এলাকায় একটি পাঁচতলা নির্মাণাধীন ভবনের একটি অংশ পাশের একটি বস্তিতে ধসে পড়ে।দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তাঁদের সঙ্গেই ভবন ধসের খবর পেয়ে মাঝরাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। এদিকে, বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী তার এক্স হ্যান্ডেলে বলেছেন, 'হাজারী মোল্লা বাগান; গার্ডেন রিচ; কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৩৪ মেটিয়াব্রুজে একটি ৫ তলা বিল্ডিং (বেআইনিভাবে নির্মিত) ধসে পড়েছে। এটি কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের এলাকা। আমি সম্ভাব্য হতাহতের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করছি।'বস্তিতে বসবাসকারী ১০ জন মানুষ ধ্বংসাবশেষের নিচে আটকা পড়ে। যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে ভবনের ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ চলছে। ভবনের ধ্বংসাবশেষ সরাতে কাজ করছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল।

এই ঘটনার খবর পেয়েই অসুস্থ অবস্থাতেই মুখ্যমন্ত্রী এলেন গার্ডেনরিচের পাহাড়পুরে। মাথায় ব্যান্ডেজ ও কালো ওড়না দিয়ে ঢেকে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। ভেঙে পড়া বহুতলটি সাম্প্রতিককালেই তৈরি করা হচ্ছিল। বেআইনি নির্মাণের দায় বাম আমলের ঘাড়ে চাপিয়েও অবশেষে স্বীকার করলেন মেয়র। 'কেন বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে, সেটাই বিস্ময়', সব জায়গায় নজর রাখা সম্ভব নয়, দাবি মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। তিনি বলেন এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এক প্রোমোটারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় লোকজনও উদ্ধারকাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। এর পরে, ভবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে দশজনকে উদ্ধার করে কাছের কলকাতা মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই।

'অবৈধভাবে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে'

স্থানীয়দের অভিযোগ, ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে কারণ কেএমসির নিয়ম অনুযায়ী সরু গলিতে পাঁচতলা ভবন নির্মাণের অনুমতি নেই। তাঁরা অভিযোগ করেন যে নির্মাণস্থলের দিকে যাওয়ার গলিটি তিন ফুটের বেশি চওড়া নয়। স্থানীয় লোকজন জানায়, প্রায় দুই বছর আগে ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

টিকিট না পাওয়ায় বিজেপি ছাড়তে পারেন

কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু: নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন ধরে দল করেছেন। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রে রেল, আইন ও বিচার এবং সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্বও সামলেছিলেন ভি সদানন্দ গৌড়া। কিন্তু তিনিই এবার বিজেপি ছাড়ার পথে। সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরু উত্তর আসন থেকে তাঁকে প্রার্থী না করায় বেজায় ক্ষুব্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে ফের টিকিট না দেওয়ায় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন। সম্ভবত মাইশূর থেকে বিজেপি প্রার্থী ওয়াইসিকে বাডিয়ারের বিরুদ্ধে লড়তে পারেন তিনি। আর ওই খবর রটে যেতেই দলের বর্ষীয়ান নেতাকে নিরস্ত করার চেষ্টা শুরু করেছেন বিজেপি শীর্ষ নেতারা। যদিও তাতে এখনও পর্যন্ত খুব একটা লাভ হয়নি।তিনি বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুরু হয়েছে। যদিও দলছাড়া নিয়ে মুখ খুলতে চাননি ৭২ বছর বয়সী নেতা।জনসঙ্ঘে লোক দেওয়ার মাধ্যমেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল সদানন্দ গৌড়ার। কর্নাটক যুব মোর্চার একাধিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিজেপির জাতীয় সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছিলেন। এমনকি ২০০৬ সালে রাজ্য বিজেপির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাজ্য বিধানসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি ২০০৪ সালে প্রথমে ম্যাঙ্গালুরু থেকে দাপুটে কংগ্রেস নেতা বীরাপ্পা মইলিকে হারিয়ে লোকসভাতেও নির্বাচিত হন। ২০১১ সালে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হন। ১১ মাসের মতো মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে প্রথম মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। পরে আইন ও বিচার মন্ত্রকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপির হয়ে বেঙ্গালুরু উত্তর আসন থেকে জয়ী হন গৌড়া। এবারেও তিনি প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রার্থী করেনি বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁর পরিবর্তে প্রার্থী করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শোভা করন্দলাজেকে। আর তাতেই চটেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গৌড়া।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সত্যকে আঁকড়ে রাখ। মূল গ্রন্থের বাণী পালন কর। জীবন ছন্দময় কর। স্বচ্ছন্দে থাক।' তাই সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও!সরস্বতী শব্দের দুই অর্থ - একটি ত্রিলোক্য ব্যাপিনী সূর্যাগ্নি, অন্যটি নদী। সরস্ + বতী = সরস্বতী, অর্থ জ্যোতির্ময়ী। আবার সৃ ধাতু নিস্পন্ন করে সর শব্দের অর্থ জল। অর্থাৎ যাতে জল আছে তাই সরস্বতী। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জীবনে চলার পথে খুঁজে পেয়েছিলাম তাকে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

আমার মুখ ভেসে ওঠে দেখতেই সেই মুহূর্তে আমাকে ফোন করেছিল, তখন আমি অলরেডি স্টোকের মধ্যে মৃত্যুবরণের কষ্টে উপলব্ধি করছি। উনি জানতে পেরে সাথে সাথে তুলে নিয়ে গিয়ে মায়ের ফুল বেল পাতা দিয়ে আমাকে সেবা করে ,এর পরে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায় সেখানে চিকিৎসা করে আমি বেঁচে যাই। মা যে কখন কিভাবে কাকে বাঁচাবে ,সে কথা কেউই বলতে পারেনা। আমার চলার পথে তার সম্মুখীন হয়েছি আমি বারবার, নিজে থেকে বহু বার উপলব্ধি করেছি, যে মা আমাকে একমাত্র রক্ষা করছে।তাই আমি বলবো ঈশ্বর জীবের আত্মারূপে জীবের মধ্যে বাস করেন । তাই বলবো জীবের সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয় । মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এরা সবাই জীব । এদের সেবাও জীব সেবা । উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, তাই ব্যাপক অর্থে এরাও জীব । এদের সেবাও জীব সেবা ।

হিন্দুধর্ম ও জীবসেবা

জীবকে সেবা করার প্রেরণার পশ্চাতে রয়েছে ঈশ্বরের সর্বাত্মক অনুভূতি । ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান । উপনিষদের যুগে বলা হয়েছে, "সবং খল্বিদং ব্রক্ষঃ' - সব কিছুই বাহ্ম । গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'ঈশ্বরঃসর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি'-হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত। জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা । সুতরাং ঈশ্বরকে সেবা করতে হলে জীবকে সেবা করতে হবে; জীবকে ভালাবোসতে হবে ।

ঈশ্বর আত্মারূপে সব জীবের মধ্যেই আছেন, আর সেই ঈশ্বর সবার সেব্য । এই বাধে যখন জন্মে, তখন অপরের অনুভূতির সঙ্গে নিজের অনুভূতি এক হয়ে যায় । এ অবস্থায় মানুষ প্রতিটি জীবের আনন্দ বেদনাকে নিজের আনন্দ বেদনা বলে অনুভব করে । ফলে অপরের দুঃখ বেদনাকে নিজের দুঃখ বেদনার ন্যায় দূর করতে প্রয়াসী হয় । তখন সে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি নিজের জীবন পর্যন্ত পরের সেবায় উৎসর্গ করতে দ্বিধাবাধে করে না । এমন এক আদর্শ জীব সেবার দৃষ্টান্ত রয়েছে সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের কাহিনীর মধ্যে ।

সিদ্ধার্থ হল গৌতম বুদ্ধের বাল্য নাম । ছেলেবেলা থেকেই তার হৃদয় ছিল করুণায় ভরা । পশু, পাখি, মানুষ সবার দুঃখেই তার হৃদয় কেঁদে ওঠে । কারও দুঃখ কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না ।সিদ্ধার্থ হল গৌতম বুদ্ধের বাল্য নাম । ছেলেবেলা থেকেই তার হৃদয় ছিল করুণায় ভরা । পশু, পাখি, মানুষ সবার দুঃখেই তার হৃদয় কেঁদে ওঠে । কারও দুঃখ কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না ।

এক দিন বিকেল বেলা বালক সিদ্ধার্থ বাগানে বসে আছেন । এমন সময় হঠাৎ তার পায়ের কাছে এসে পড়ল একটি হাঁস। হাঁসটির গায়ে একটি তীর বিদ্ধ হয়ে রয়েছে । আর সে ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে । এ দৃশ্য দেখে সিদ্ধার্থের হৃদয় করুণায় ভরে গেল । তিনি সস্নেহে হাঁসটির দেহ থেকে তীরটি খুলে ফেললেন এবং গভীর সহানুভূতির সাথে হাঁসটির শুশ্রষা করতে লাগলেন ।তখন সেখানে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলেন সিদ্ধার্থের খেলার সাথী দেবদত্ত । তিনি বললেন, "সিদ্ধার্থ, হাঁসটি আমি তীরবিদ্ধ করেছি; হাঁসটি আমার । তুমি এটি আমায় দিয়ে দাও ।"

সিদ্ধার্থ বললেন, "না দেবদত্ত, সেটি হয় না । আমি হাঁসটি তামোর হাতে দিতে পারি না ।"

দেবদত্ত বললেন-"কেন দিতে পার না ? এ হাঁসটি তাে তামোর নয় । এটি বুনাে হাঁস । আমি এটিকে তীরবিদ্ধ করেছি; হাঁসটি আমার । আমাকে এটি দিয়ে দাও" ।

সিদ্ধার্থ বললেন, "দেবদত্ত, তুমি এ কী বলছ ? তামোর কি সুখ দুঃখের অনুভূতি নেই ? তামোকে আঘাত করলে তুমি যেমন ব্যথা বাধে কর, এ হাঁসটিও তেমনি তামোর শরে আহত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে; এখন আমাদের উচিত এর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থা করা ।"

দেবদত্ত এবার রেগে বলে উঠলেন, "সিদ্ধার্থ, তামোকে আবার বলছি, হাঁসটি আমাকে দিয়ে দাও ।"

ধীর শান্তভাবে সিদ্ধার্থ বললেন, "দেবদত্ত, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন ? নিজের দুঃখ চিন্তা করে পরের দুঃখ বাঝোর চেষ্টা অনুভূতি আছে, আছে প্রাণের প্রতি ভালাবোসা । আর জেনে রাখ, কর । হাঁসটিরও তাে তামোর আমার মত সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে, আছে প্রাণের প্রতি ভালোবাসা । জীবন নাশ করার চেয়ে জীবন রক্ষা করা অনেক বড় কাজ । সুতরাং হাঁসটি আমি তামোর হাতে মৃত্যুর মুখে দিতে পারি না; এর পরিবর্তে তুমি যা চাইবে তাই তামোকে দেব; তবু হাঁসটি আমি ছাড়ব না ।"

আহত হাঁসটি রক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধার্থের দৃঢ়সংকল্প দেখে দেবদত্ত স্তম্ভিত হলেন । জীবের প্রতি সিদ্ধার্থের করুণা তাঁর হৃদয়কেও স্পর্শ করল ।

সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে সুস্থ করে আকাশে উড়িয়ে দিলেন । এ গল্পর মধ্যেও আমি এটা বলতে চাই,যাঁর সাথে আমাদের জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক সেই পরমাত্মাকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে আমরাও কিছু না কিছু কাজ করার উদ্দেশ্যেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। জীবজগৎ এবং জগদীশ্বর এর মধ্যে সম্পর্ক কি? গীতা জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবান তার গুহ্য রহস্য বর্ণনা করেছেন । ভগবান বলেছেন অষ্টধা প্রকৃতি এবং জীবের মিলনের কারণেই এই সৃষ্টির সমস্ত কাজ সঞ্চালিত হয়। ভগবান স্থূল অবস্থা থেকে সুক্ষ্ম অবস্থায় আসেন, তিনি সমস্ত সত্তার মধ্যেই বিরাজমান। মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তম গুণ বর্তমান । এগুলি ভগবানের থেকে সৃষ্টি হলেও ভগবান এই গুণগুলি দ্বারা প্রভাবিত হন না কিন্তু এই গুণাবলী থেকে উৎপন্ন অনুভূতিগুলোর ফলাফল তাদের পরিমাণের শতাংশ অনুযায়ী নেতিবাচক বা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আবার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই গুণগুলির মাত্রা ভিন্ন থাকার কারণে মানুষের স্বভাবও আলাদা প্রকৃতির হয় । কারোর মধ্যে সত্ত্ব গুণ তো কারোর রজঃ গুণ আবার অন্য কারোর মধ্যে তম গুণের মাত্রা অধিক থাকে । এই তিনটি গুণ সবার মধ্যেই থাকে । সত্ত্ব গুণের দ্বারা আমরা জ্ঞানপ্রাপ্ত করি রজঃ গুণের দ্বারা আমরা কর্ম সম্পাদনা করি এবং তম গুণের দ্বারা কর্মের সমাপ্তি ঘটায় । চতুর্দশ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে পড়েছি কিন্তু মানুষ, কাজ করতে ভালোবাসে, তার বুদ্ধি আছে সে কাজ করে এবং সে আরো অনেক কিছুই করতে চায় তবুও এমন একটা সময় আসে যখন সে নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করে। রাত্রিকালীন সময়ে সে সমস্ত কাজ বন্ধ করে ঘুমকে প্রাপ্ত করে । অর্থাৎ তম গুণের কারণে মানুষ বিশ্রাম চায়, তাই এই তিনটি গুণই মানুষের জীবনে আবশ্যিক। ভগবান বলেছেন এই গুণগুলি আমার মধ্যে নেই, এই গুণগুলি আমাকে আবদ্ধ করে না, এই গুণগুলি মানুষকে বাঁধে এবং তাই এই তিনটি গুণ দ্বারা তৈরি প্রকৃতি মানুষকে মুগ্ধ করে ।তাই ভগবান বলেন এই যে মায়া তা আমার দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে, আমারই শক্তি সেই কারণেই মানুষ মোহিত হয়ে যায়। পরমাত্মা দ্বারা নির্মিত এই শক্তি, তাই দৈবী, অলৌকিক এবং গুণময়ী, আর সেই গুণগুলি হল সত্ত্ব, রজঃ ও তম ও এই গুণগুলির পরিমাণের শতাংশ অনুযায়ী, মিশ্রণের ফলে আলাদা আলাদা স্বভাবের মানুষ আমার সামনে আসে। ভগবান বলেন আমার মায়া, প্রভাব ও শক্তি কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন। যেকোনো সময় এই শক্তি মনুষ্যকে ভ্রমিত করে দিতে পারে, অনেক বড় বড় যোগীও আমার মায়া বুঝতে সক্ষম হয়নি । চোদ্দ বছর সমাধিস্থ থাকার পরেও এক সাধু মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। অনেক লোকই প্রশ্ন করে বলেন যে আমরা গীতার অধ্যয়ন তো করি কিন্তু যখনই সংসার জীবনে প্রবেশ করি তখনই সংসারের কর্মকাণ্ডের কারণে সমস্ত কিছুই উল্টোপাল্টা হয়ে যায় । আমরা জানি ক্রোধ করতে নেই, মোহিত হতে নেই, কিন্তু তবুও পুত্রে, ধনে, পদে, প্রতিষ্ঠায় আমরা মোহিত হয়ে যাই। ভগবান বলেন, হে অর্জুন! যে ভগবান তোমার রথের সারথী, তোমার সখা আর সেই তুমি নিজে নরোত্তম হয়ে, ধনুর্ধর হয়ে এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েও মায়ায় আবিষ্ট হও ? আপনি আচার্য দ্রোণের জন্য, পিতামহ ভীষ্মের জন্য মোহ এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমুন্যর জন্যেও ? তোমার হৃদয় কি ছটফট করেনি ? ঠিক এই ভাবেই সংসার আমাদের ব্যাকুল করে তোলে, আমাদের হাসায়, আমাদের কাঁদায়। এই ব্যাকুলতা আমাদের ধর্ম স্থাপনাতাকে ভগ্নোৎসাহিত করে । আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেলেও কাজটি করা কঠিন হয় ঠিকই কিন্তু তবুও তো এই মায়ার জগত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় আছে ভগবান ? কিছু একটা উপায় বলুন । তখন ভগবান বললেন, আমার শরণাগত হলে মানুষ এই মায়া নদী অনায়াসে পারাপার করতে পারে ।

আমাদের প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে আমরা প্রোগ্রামারকে ডাকি। বাদকের অঙ্গুলী হেলনে আনন্দ বেদনার সুর সৃষ্টি হয় যদি বাদকের হাত চেপে ধরা ধরা হয় তাহলে সেই সুর থেমে যায়, ঠিক তেমন ভাবেই এই জগতের আনন্দ বেদনার সৃষ্টিকারী ভগবানের হাত ধরলে তার সাথে বন্ধুত্ব করে নিলে সংসারের মোহ মায়া থেকে মুক্তি লাভ করা যায় । তাই ভগবান এই মায়াকে বর্ণনা করেছেন "ইয়া মা সা মায়া" অর্থাৎ যা দৃশ্যমান নয় তাই দৃশ্যমান হয়। কাঁচের টুকরোর মত মায়াও চিরস্থায়ী নয় । প্রভাব ও ক্ষমতা সবই আমার, তাই এই মায়া থেকে মুক্তির একটাই উপায় তা হলো আমার শরণাপন্ন হওয়া। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন হরিণ যেমন জলের সন্ধানে ছুটে বেড়ায় মানুষও তেমন এই জগত সংসারের পিছনে ছুটে বেড়ায় কিন্তু কোন মোহমুক্তি ঘটে না কেবল পরমাত্মার শরণা গত ব্যক্তিই বুঝতে পারেন এই জগত সংসার আসলে একটা মায়া-নদী, একটা ভ্রম মাত্র। টিভিতে দেখানো ধারাবাহিকে আগুন লেগেছে এরকম দৃশ্য দেখালে শিশুরা যাতে ভয় না পায় তাই বাবা-মায়েরা বলেন যে এসবই মিথ্যা । একইভাবে মায়ার কারণে মানুষ জগৎকে বাস্তব বলে মনে করে। একটা সহজ উদাহরণ দেখুন, আমরা যেভাবে টিভির সামনে, কম্পিউটারের সামনে, মোবাইলের সামনে বসে আছি তাতে মনে হয় যে আমরা এক জায়গায় বসে আছি, কিন্তু বাস্তবে এই পৃথিবী নিজেকে প্রদক্ষিণ করছে এবং সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করছে। ভগবানও প্রদক্ষিণ করছেন আর এই প্রদক্ষিণের কারণেই আমরাও গতিশীল, কিন্তু গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও আমরা নিজেদেরকে স্থির মনে করি, এটা মায়ার প্রভাব। তাই এই মায়া থেকে বের হতে হলে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, কিন্তু মানুষ নানা রকমের হয়। হে অর্জুন! কেউ কেউ আমার আশ্রয়ে আসে কিন্তু কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। এ ধরনের লোকদের বর্ণনা করে পরের শ্লোকে ভগবান তাদের অপবিত্র কর্মের অধিকারী বলেছেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

কার প্রেমে মরিয়া ছিলেন ঐশ্বরিয়া?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাবেক বিশ্বসুন্দরী ও বলিউডের প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। যার রূপ-গুনে মুগ্ধ ছিলেন হাজারো তরুণ-যুবক। কিন্তু এই অভিনেত্রী কি না একজনের প্রেমে মরিয়া ছিলেন। কে সেই পুরুষ?

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টিভি নাইন-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ছোটবেলা থেকেই রূপে-গুনে এগিয়ে ছিলেন ঐশ্বরিয়া। সৌন্দর্যের পাশাপাশি দারুণ মেধাবীও ছিলেন তিনি। স্কুলে পড়ার সময়েও তার মেধার ছাপ ছিল সকল ক্ষেত্রে। যে কারণে এক শিক্ষিকার পরামর্শ শুনে মডেলিং দুনিয়ায় পা রাখেন। এরপরই জীবন পাল্টে যায় তার। বিশ্বসুন্দরী হওয়ার আগেই অনেক প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছেন ঐশ্বরিয়া। তার মন জেতার জন্য রীতিমতো লড়াই করতেন পুরুষেরা। তবে অভিনেত্রী নাকি একজনকে বেশ পছন্দ করতেন। যার জন্য তাকে অন্তর্জালে লড়াই করতে হত অভিনেত্রী মণীষা কৈরালার সঙ্গে! কে ছিলেন সেই পুরুষ, যার মন পাওয়ার প্রতিযোগিতা চলেছিল এই দুই সুন্দরীর মাঝে?

সেই ব্যক্তির নাম রাজীব মুলচান্দানি। ঐশ্বরিয়ার ক্যারিয়ারের শুরুতে তার সঙ্গেই প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। রাজীব ছিলেন সে সময়ের বেশ নামকরা ফটোগ্রাফার। যিনি ঐশ্বরিয়ার একাধিক ফটোশুট করেছেন। তখনই নাকি রাজীবকে মনে ধরে নায়িকার। মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতা জেতার আগের ঘটনা। রাজীবকে নিয়ে সেসময় রীতিমতো টানাটানি চলত অভিনেত্রীদের মাঝে। বলিউডের প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী মণীষা কৈরালার সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন রাজীব। ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে তার মেলামেশা বেড়ে যাওয়াকে ভালোভাবে নেননি তিনি। দুই সুন্দরীর মধ্যে তৈরি হয় বিবাদ।

এক কমান্ডো এবং অগণিত রহস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের চকলেট বয় সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়ে ভক্তদের হৃদয়ে রাজত্ব করছেন সিদ্ধার্থ। চকলেট হিরোর ইমেজ দূরে সরিয়ে 'শেরশাহ' ছবিতে সিদ্ধার্থ প্রমাণ করেছেন, শুধু পেশিবহুল শরীর নয়, অভিনয়েও জোর রয়েছে তাঁর। 'শেরশাহ' সিনেমার সাফল্যের পর এখন সিদ্ধার্থ তাঁর নতুন ছবি 'যোদ্ধা' নিয়ে প্রস্তুত। সিনেমার প্রথম ঝলকেই বাজিমাত করলেন বলিউডের হাঙ্ক সিদ্ধার্থ।

'যোদ্ধা' ছবির টিজারে বুঝিয়ে দিলেন, বলিউডে তিনিই নতুন অ্যাকশন হিরো। সিনেমাটি যে অ্যাকশনে ভরপুর হতে চলেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল টিজারেই। প্লেন হাইজ্যাক নিয়ে তৈরি হয়েছে 'যোদ্ধা' ছবির গল্প। হাইজ্যাকার থেকে বিমানযাত্রীদের বাঁচাতে যে ত্রাতা একমাত্র 'যোদ্ধা' সিদ্ধার্থই, তার আভাস মিলেছে প্রথম ঝলকে।

সম্প্রতি নিজের নতুন সিনেমার ট্রেইলার প্রকাশ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সিদ্ধার্থ তাঁর দর্শকদের সিটবেল্ট বেঁধে নিতে বলেছেন। কারণ, তাঁর নতুন ছবি 'যোদ্ধা' মুক্তি পাচ্ছে।

সিদ্ধার্থের ভাষায়, 'অ্যাকশনের ঝড়ে কেউ যেন আবার উড়ে না যায়, তাই বেল্ট বেঁধে সাবধানে বসতে হবে। এক কমান্ডো এবং অগণিত রহস্যের গল্প নিয়ে আসছে যোদ্ধা। দেখা হবে সিনেমা হলে। টিজার ও ট্রেইলারে সিদ্ধার্থকে ফুল অন অ্যাকশন মোডে দেখে ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা দারুণ উচ্ছ্বসিত।

অনেকের ধারণা, 'যোদ্ধা' সিদ্ধার্থের ক্যারিয়ারে সাফল্যের নতুন ডানা যোগ করতে পারে। এর আগে 'যোদ্ধা' মুক্তির তারিখ এসেছে কয়েক দফা। বেশ কয়েকবার সিনেমাটির তারিখ পরিবর্তন করায় অনেকে সিনেমাটি নিয়ে কটাক্ষও করেছেন। তাদের মন্তব্য, সিদ্ধার্থ-কিয়ারার বিয়ের আগে থেকে শোনা যাচ্ছে 'যোদ্ধা' আসছে। বিয়ে-হানিমুন পেরিয়ে আরও কত মাস গেল, অথচ সিনেমা আসেনি।

'যোদ্ধা' প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা বলেন, 'একজন অভিনয়শিল্পী হিসেবে আমি এমন চিত্রনাট্যে কাজ করতে চাই, যেখানে আমার শিল্পসত্তার সেরাটুকু বেরিয়ে আসবে। এটি আমার অপ্রকাশিত একটি অংশ, যার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। জনগণের কাছ থেকে আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি তা ম্যাজিকাল। যোদ্ধা দর্শকদের জন্য কী রেখেছে, তার জন্য আমি অধীর অপেক্ষায়।'

করণ জোহরের 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে হাতেখড়ি সিদ্ধার্থের। প্রথম থেকেই করণের নয়নমণি তিনি। এ ছবিও তৈরি হয়েছে করণ জোহরের প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে। 'যোদ্ধা'র টিজার শেয়ার করে করণ লিখলেন, 'আকাশ ছুঁয়ে যোদ্ধা এবার ভূমিতে আছড়ে পড়বে। রয়েছে নানা চমক। ১৫ মার্চ মুক্তি পাবে এ ছবি।'

জানা গেছে, করণ জোহরের ধর্ম প্রোডাকশনের সঙ্গে প্রাইম ভিডিওর যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত সিনেমাটিতে সিদ্ধার্থের নায়িকা হয়েছেন দিশা পাটানি। পরিচালনা করেছে সাগর ও পুস্কর ওঝা।

প্রাক্তন স্ত্রীকে পাশে রেখেই আমির খানের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাওয়ের সঙ্গে আইনত বিচ্ছেদ হলেও বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন আমির খান। ১৪ মার্চ ৫৯ বছরে পা দিলেন আমি। এবার জন্মদিনে প্রথম স্ত্রী নয় বরং প্রাক্তন (দ্বিতীয়) স্ত্রীকে পাশে রাখলেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট। আমিরের জন্মদিনের সেই ভিডিও এখন নেটপাড়ায় ভাইরাল।

জন্মদিনের সকালেও আমির খানের সাজগোজে কোনও আতিশয্য নেই। পরনে কালো টি-শার্ট আর ডেনিম জিন্স। একেবারে ক্যাজুয়াল লুকেই ধরা দিলেন বলিউড সুপারস্টার। কেক কেটে কিরণ রাওকে খাইয়ে দিলেন। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করতেও দেখা গেল আমিরকে। ফটোশিকারিরাও শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন 'বার্থডে বয়'কে।

সম্পর্কের বিচ্ছেদ সব সময়ই বিরহের। যা কিনা পরবর্তীতে তিক্ততায় গড়ায়। তবে আমির খান কিন্তু এই বিষয়ে একেবারে ব্যতিক্রমী। বিচ্ছেদের এতদিন পরও প্রাক্তন স্ত্রীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। শুধু তাই নয়, তাদের ২ জনকে মাঝে মধ্যেই একসঙ্গে দেখাও যায়। বিচ্ছেদেও তিক্ততা নেই। এইতো চলতি বছরের শুরুতে মেয়ে ইরা খানের বিয়েতেও বিগ ফ্যাট হ্যাপি ফ্যামিলি হিসেবে ধরা দিয়েছিলেন আমির খান, রিনা দত্ত, কিরণ রাও ও তাদের সন্তানরা।

ডন-৩ এ জাহ্নবী কাপুর?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০০৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল শাহরুখ খান অভিনীত প্রথম 'ডন'। ছবিতে রোমার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। অন্যদিকে, ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন করিনা কাপুর খান। ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায় অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'ডন'। এই ছবিতে 'ইয়ে মেরা দিল' গানে অমিতাভের সঙ্গে দর্শক দেখেছিল হেলেনকে। শাহরুখের ছবিতে হেলেনের চরিত্রে আসেন করিনা। এই গানে বাদশার সঙ্গে করিনার সমীকরণ নিয়ে এখনও অনুরাগী মহলে চর্চা অব্যাহত।

সূত্রের খবর, 'ডন ৩' ছবিতে করিনার মতো একটি চরিত্রকে রাখার পরিকল্পনা করেছেন ফারহান। আর এই চরিত্রের জন্য প্রস্তাব গিয়েছে জাহ্নবী কাপুরের কাছে।

সম্প্রতি, ফারহানের অফিসের বাইরে দেখা যায় জাহ্নবীকে। তারপর থেকেই বলিপাড়ায় গুঞ্জন দানা বাঁধে। শোনা যাচ্ছে, আগের মতোই ছবিতে একটি বিশেষ গান রাখার পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতারা এবং জাহ্নবীকেই এই চরিত্রের জন্য তাদের পছন্দ হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রির একাংশের অনুমান, খুব দ্রুত এই প্রসঙ্গে নির্মাতারা ঘোষণা করতে চলেছেন। এখন হেলেন ও করিনার পর জাহ্নবী দর্শকের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন কি না, তার উত্তর দেবে সময়।

মেসিকে নিয়ে
দুশ্চিন্তায় মায়ামি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে মেসি জাদুতে ন্যাশভিলেকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছে মায়ামি। তবে জয়ের পর দুঃসংবাদ পেল দলটি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন মেসি।

আজ ন্যাশভিলের বিপক্ষে জয়ের ম্যাচে পুরোটা সময় খেলেননি মেসি। ৫০ মিনিটের মাথায় দলের সেরা তারকাকে মাঠ থেকে তুলে নেন মায়ামির কোচ জেরার্দো মার্টিনো। তখনই ধারণা করা হয়েছিলো, চোটের কারণেই উঠে গেছেন মেসি। ম্যাচ শেষে ধারণাই সত্যি হলো।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম 'মায়ামি হেরাল্ড' জানিয়েছে, ম্যাচ শেষে মেসির চোটের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্টিনো। ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করেছেন মেসি। এই চোটের ফলে শনিবার মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে মেসিকে পাচ্ছে না দল। মেসিকে আজ মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার ব্যাখ্যায় মার্টিনো বলেন, 'আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি। সে আরেকটু সময় খেলতে পারে কি না, সেটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সে অস্বস্তি বোধ করায় মাঠ থেকে তুলে নেই। আমার মনে হয় শনিবারের ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে না।'

পরের ম্যাচে ক্লাবের হয়ে মেসি না খেললেও জাতীয় দলের দায়িত্ব ঠিকই পালন করবেন। ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচের পর আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে যোগ দেবেন মেসি।

সিরাজের জীবনের অজানা গল্প

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় তারকা পেসার মোহাম্মদ সিরাজের ৩০তম জন্মদিন ছিল ১৩ মার্চ। এদিন তার জীবনের অজানা কিছু গল্প নিয়ে তৈরি একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছে বিসিসিআই।

বিসিসিআইয়ের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে দেওয়া ওই ভিডিওটি শুরু হয় এভাবে- অভাবের তাড়নায় ২০১৯-২০ সালে সিরাজ ভেবেছিলেন ক্রিকেটই ছেড়ে দেবেন পুরোদমে। একসময় ক্যাটারিংয়ের কাজও করেছেন। এভাবে ধীরে ধীরে তার বর্ণনা প্রবেশ করে ঘটনার আরও গভীরে। পুরো ভিডিওতে হায়দরাবাদে সিরাজের পছন্দের জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে।

ডানহাতি এই তারকা পেসার বলেন,ও হায়দরাবাদে নামলেই প্রথমে বাড়ি ফেরার কথা ভাবি। তারপর ঈদগাহ ময়দানে যাই। কারণ, বিশ্বে যেখানেই যাই না কেন, ঈদগাহ ময়দানের মত শান্তি কোথাও পাই না। এখান থেকেই আমি খেলা শুরু করেছিলাম। প্রথমে টেনিস বল দিয়ে বোলিং শুরু করি, এরপর জেলা দলের সঙ্গে খেলেছি। যদিও ওই সময় এলাকার বাইরে একা যেতে অনুমতি দিতো না পরিবার, বন্ধুর নাম বলে বের হতে হতো।'

নিজের অতীত স্মৃতি তুলে ধরে সিরাজ আরও বলেন, 'ক্যাটারিংয়ে কাজ করতাম। বাড়ির লোকজন পড়তে বলতো। কিন্তু আমার ক্রিকেটটাই বেশি ভালো লাগতো। ভাড়াবাড়িতে থাকতাম, যেখানে বাবাই ছিল একমাত্র রোজগারের উৎস। তাই ক্রিকেট থেকে রোজগার হলে ভালো লাগতো। সেখান থেকে ২০০ টাকা পেলে, সেটাতেই আমার মন ভরে যেত। পুরো টাকা অবশ্য খরচ করতাম না। ১০০-১৫০ টাকা তো বাড়িতেই দিয়ে দিতাম। একবার তো রুমালি রুটি বানাতে গিয়ে হাতই পুড়ে গিয়েছিল। তবে তাতে কোনো আক্ষেপ নেই। কারণ কষ্ট করেছি বলেই আজ এই জায়গায় আসতে পেরেছি।'

এভাবে পর্যাপ্ত অর্থ না মেলায় একপর্যায়ে খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন সিরাজ, '২০১৯-২০ সালে তো ঠিক করে ফেলেছিলাম, খেলাটাই ছেড়ে দেব। কিন্তু সত্যি বলতে কী, কঠোর পরিশ্রম করলে কোনোদিন তা বৃথা যায় না। সেদিন ফল না পেলেও, আজ হোক বা কাল, পরিশ্রম আপনার কাজে লাগবেই।'

ব্রাজিলের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের
শক্তিশালী স্কোয়াড ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি মাসেই (মার্চ) পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। যার জন্য বৃহস্পতিবার ২৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন ইংলিশ কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। একই দল নিয়ে হ্যারি কেইনু জ্যুড বেলিংহ্যামরা আরেক ইউরোপীয় দল বেলজিয়ামের বিপক্ষেও খেলবে।

প্রথমে ২৩ মার্চ ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের মুখোমুখি হবেন হ্যারি কেইনের দল। যার জন্য কিছুদিন আগে দল ঘোষণা করেছিল সেলেসাওরা। যদিও এরপর থেকে একের পর এক খেলোয়াড় ইনজুরিতে পড়ছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লাতিন দলটির। আগে থেকেই চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন প্রধান গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার। পরে ছিটকে যান গোলরক্ষক এডারসন মোয়ারেস, ডিফেন্ডার মার্কিনিয়োস ও ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিও। ইতোমধ্যে তাদের রিপ্লেসমেন্টও ঘোষণা করা হয়েছে।

ব্রাজিলের পর আগামী ২৬ মার্চ বেলজিয়ামের মোকাবিলা করবে ইংল্যান্ড। ম্যাচ দুটি থেকেই প্রাপ্ত অর্থ আলঝেইমার্স বা ডিমনেশিয়া রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে ইংল্যান্ড ফুটবল ফেডারেশন। ব্রাজিল ও বেলজিয়াম ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ডের স্কোয়াড :

গোলরক্ষক : স্যাম জনস্টোন, জর্ডন পিকফোর্ড ও অ্যারন র‍্যামসডেল

ডিফেন্ডার : জেরাড ব্রাথওয়েট, বেন চিলওয়েল, লুইস ডাঙ্ক, জো গোমেজ, এজরি কোনসা, হ্যারি ম্যাগুয়ের, জন স্টোন্স, কাইল ওয়াকার

মিডফিল্ডার : জ্যুড বেলিংহ্যাম, কনর গ্যালাঘার, জর্ডন হ্যান্ডারসন, জেমস ম্যাডিসন ও ডেকলান রাইস

ফরোয়ার্ড : জেরোড বোয়েন, ফিল ফোডেন, অ্যান্থনি গর্ডন, হ্যারি কেইন, কোল পালমার, মার্কাস রাশফোর্ড, বুকায়ো সাকা, ইভান টোনি ও ওলি ওয়াটকিন্স।

আইপিএল: বদলে যাচ্ছে
কোহলির আরসিবির নাম?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আগামী ২২ মার্চ পর্দা উঠছে আইপিএলের। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। জনপ্রিয় লিগটি শুরুর আগেই বিরাট কোহলির দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের নাম বদলের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি আরসিবির পোস্ট করা একটি ভিডিওর কারণে নাম বদলের জল্পনা তৈরি হয়েছে।

জানা যাচ্ছে, শিগগিরই নাম বদলের ঘোষণা করতে পারে আরসিবি। তারা যে ভিডিও পোস্ট করেছে তাতে নাম বদলের স্পষ্ট ইঙ্গিতই রয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে এতদিন ধরে থাকা 'ব্যাঙ্গালোর' নামটি বদলে 'বেঙ্গালুরু' হতে পারে। দক্ষিণ ভারতের এই শহরের নাম ২০১৪ সালের ১ নভেম্বর থেকে বদলে গেছে। আগে নাম ছিল ব্যাঙ্গালোর। এখন হয়েছে বেঙ্গালুরু। কিন্তু ২০০৮ সাল থেকে কোহলিদের দলের নাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। যা এতদিন পর পাল্টে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন নাম হতে পারে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

ইন্টারকে বিদায় করে
কোয়ার্টারে অ্যাথলেটিকো

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইনজাগির অধীনে দারুণ ফুটবল খেলছে ইন্টার মিলান। গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলেছে তারা। এবার লিগ শিরোপার পথে ইন্টারকে ধরার কেউ নেই। ওই ইন্টার মিলানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে ডিয়াগো সিমিওনের অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ। প্রথম লেগে ইন্টারের মাঠ থেকে ১-০ গোলে হেরে ফিরেছিল অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ। সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে দলটির তাই ৩-১ গোলে জিততে হতো। ইন্টারের মতো রক্ষণশক্ত দলের বিপক্ষে যা সহজ কথা নয়। ম্যাচ টাইব্রেকার ভাগ্যে নিতে হলেও জিততে হতো ২-১ গোলে। অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ ওটাই করেছে। দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে ২-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিলানকে। তাও আবার শুরুতে গোল হজম করে কামব্যাক করেছে রোজি ব্লাঙ্কোসরা। ম্যাচের ৩৩ মিনিটে ডাচ ফুটবলার ডামফ্রাইস গোল করেন। ৩৫ মিনিটে অ্যান্তোনিও গ্রিজম্যান ওই গোল শোধ করেন। ৮৭ মিনিটে অ্যাথলেটিকোর মেম্পিস ডিপাই গোল করে ম্যাচ জমিয়ে দেন। অতিরিক্ত সময়ের দুই অর্ধে আর কোন গোল না হওয়ায় ম্যাচের সুরহা হয় টাইব্রেকারে। সেখানে ৩-২ গোলে জিতেছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ। অন্য দিকে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ডাচ ক্লাব পিএসভিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে। এবারের আসরের কোয়ার্টারে তিনটি স্প্যানিশ দল জায়গা পেয়েছে।

আইপিএলে অজি ক্রিকেটারদের এত দাম কেন?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৭তম আসরের মিনি নিলামে ঝড় তুলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা। যেখানে অজিদের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কামিন্সকে ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে দলে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে সেই রেকর্ড ভেঙে দেন তারই স্বদেশি তারকা পেসার স্টার্ক। তার জন্য লড়াই করেছিল কলকাতা ও গুজরাট। শেষ পর্যন্ত ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে স্টার্ককে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা। যদিও স্টার্কুকামিন্সদের এত দাম ওঠার ঘটনা মনোঃপুত হয়নি সাবেক ক্রিকেটারদের। তবে এবার সেরকম সমালোচনা নয়, উল্টো অজি ক্রিকেটারদের প্রশংসা ঝরেছে গাভাস্কারের কণ্ঠে।

তবে এমন প্রসঙ্গ ওঠে ভিন্ন কারণে, সাবেক ভারতীয় এই অধিনায়ক সমালোচনা করেছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের। আর তা করতে গিয়ে আলোচনায় আসে কামিন্সদের দামের বিষয়টি। সম্প্রতি ভারতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলেছে ইংল্যান্ড। সেখানে ইংলিশ ক্রিকেটাররা ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন গাভাস্কার। তিনি বলেন, 'ভারতের মাটিতে পা রেখে ওরা (ইংল্যান্ড দল) এমন এক হাবভাব করছিল, যেন দেখো আমরা তোমাদের হয়ে কত সুবিধা করে দিলাম, এরকম একটা মানসিকতা।'

এক কলামে গাভাস্কার আরও লিখেন, 'ভারতীয় অফিসিয়ালদের কাজও হতবাক করেছে, তারাও এদেরকে দেখে গদগদ হয়ে বিমানবন্দরে যায় অভ্যর্থনা জানাতে। যেন ওরা আমাদেরকে আলাদা কোন সুবিধা দিচ্ছে। আমার তো মনে হয় অস্ট্রেলিয়া এরচেয়ে অনেক অনেক ভালো। ওরা কিন্তু আমাদের এখানে এসে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের সংস্কৃতিকে সম্মান দেয়। আমাদেরকে অবজ্ঞা করে না। এটা অজিদেরকেও সাহায্য করে সোনার হাঁস (আইপিএল) চিনে নিতে। আইপিএল কিন্তু সেই বিরাট একটা সোনার হাঁস।'

একই কারণে অস্ট্রেলিয়রা আইপিএলে বেশি দাম পান বলেও মন্তব্য গাভাস্কারের, 'অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা এই কারণেই (আইপিএলের নিলামে) অবিশ্বাস্য রকমের দাম পায়। যাদের কেভিন পিটারসেন অনেক সময়েই দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় গ্রেডের ক্রিকেটার বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর পাশাপাশি অজি কোচ, ফিজিও, ট্রেনার এবং আরও অনেকে আইপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সঙ্গে কাজ করেন মোটা বেতনের বিনিময়ে। ফলে ঘরে (অস্ট্রেলিয়াতে) তারা যতটা রোজগার করতে পারে, তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি রোজগার তারা এখানে করে।'

'বাজবল' নিয়ে খোঁচা অশ্বিনের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছে রোহিত শর্মার ভারত। শেষ হওয়া এই টেস্ট সিরিজে বার বার নজর কেড়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। টেস্টে ৫০০ উইকেট যেমন নিয়েছেন, তেমনই ১০০টি টেস্টও খেলে ফেলেছেন তিনি।

সেই রবিচন্দ্রন অশ্বিন ইংল্যান্ডের 'বাজবলের' প্রশংসা করেছেন, আবার সমালোচনাও করেছেন। সম্প্রতি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে টেস্ট সিরিজ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন অশ্বিন।

তার মতে, সিরিজের শুরুটা যেভাবে করেছিল ইংল্যান্ড, সেই ছন্দ নিজেদের দোষেই ধরে রাখতে পারেনি তারা। ইংল্যান্ড ৪-১ ব্যবধানে হারার পর অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। তবে আমার মতে, সিরিজে অনেক বার আমরা চাপে পড়েছি। তবে কোনো দল ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারলে, সাফল্য পেতে সমস্যা হয় না।

এর পরেই ইংল্যান্ডকে কটাক্ষ করে অশ্বিন বলেছেন, রানওয়েতে যেভাবে বিমান দৌড়ায়, ততটা মসৃণভাবে টেস্ট ক্রিকেট বা ক্রিকেটের কোনো ফরম্যাটই খেলা যায় না। শুরু থেকে চাপ দিয়ে গাড়ি চতুর্থ গিয়ারে নিয়ে গেলে মুশকিল। ইংল্যান্ডের লোকেরা মসৃণ রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত। কেউ হঠাৎ সামনে চলে আসে না। তাই অপ্রত্যাশিত কোনো কিছুর মুখোমুখি না হওয়া, তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। যখনই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে, সামলাতে পারে না।

তিনি ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, ভারতে শুরু থেকেই আপনি চতুর্থ গিয়ারে গাড়ি চালাতে পারবেন না। আমাদের সব সময় একটা পা ব্রেকে রাখতে হয়। এই ধারণাই তাদের নেই। তাই শুরুটা ভালো করলেও সেটা ধরে রাখতে পারে না।

সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে
হাসপাতালে থিরিমান্নে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রিকেটার লাহিরু থিরিমান্নে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। তিনি অনুরাধাপুরের ত্রিপানে এই সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েন বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় পুলিশ। সড়ক দুর্ঘটনায় ছোট খাটো ইনজুরি হয়েছে তার। ৩৪ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটারকে অনুরাধাপুরের টিচিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে থিরিমান্নের সঙ্গে আরও তিনজন ছিলেন। সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের দিকে এই দুর্ঘটনা হয়। অপরদিক থেকে আসা এক ট্রাকের সঙ্গে তার প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR